ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 48 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৪ ● কলকাতা ● ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৮ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 13

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তাঁর পুরো ব্যক্তিত্ব থেকে পবিত্রতা ঝলকাচ্ছিল। এরকম মনে হচ্ছিল যে, তাঁর শরীর-ই নয়, তাঁর আত্মাও খুব পবিত্র হবে, সেইজন্য ঐ ভিতরের পবিত্রতার প্রভাব বাইরে শরীরের প্রতিটি রোমে দেখা যাচ্ছে। জানি না কেন, তিনি মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতেন। যখন তিনি এই রকম বসে থাকতেন, তখন আমার ভিতরে কিছু তো হতে থাকতো। আমার এরকম মনে হত, তিনি আমার ভিতরেই উঁকি দিচ্ছেন। ভিতরে কিছু কিছু হতে থাকত। তিনি খুব কম বলতেন, কিন্তু যখন বলতেন তখন মনে হত আকাশবাণী হচ্ছে। খুব গম্ভীরভাবে বলতেন। তাঁর শব্দে খুব গভীরতা ছিল এবং তাঁর মুখ থেকে

ক্রমশঃ

স্বাধীনতা দিবসের আগেই নাশকতার ছক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বাধীনতা দিবসের আগে ভারতে নাশকতার ছক ISI-এর! সীমান্ত টকপে অস্ত্র পৌঁছে দিচ্ছে ISI মদতপুষ্টরা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ পিস্তল, কার্তুজ, নগদ টাকা উদ্ধারের পর এমনটাই মনে করছেন গোয়েন্দারা। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি এই কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃত জোবানজিৎ সিংহ ওরফে জোবান, গোরা সিংহ, শেনশান ওরফে শালু, সানি সিংহ এবং জসপ্রীত সিংহ পাঞ্জাবের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি একে সাইগা ৩০৭ রাইফেল, দু'টি ম্যাগাজিন, দু'টি পিস্তল, ৯০টি কার্তুজ, নগদ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, একটি গাড়ি এব তিনটি ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর আগেও পাঞ্জাব সীমান্তে একাধিকবার অস্ত্র ও মাদক পাচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও সেই চক্রান্ত রুখে দেয় পুলিশ। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের পর পাঞ্জাব থেকে একাধিক পাক চরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরই মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বহরমপুরে নিজের খাসতালুকে মহিলাদের ঝাড়ু বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের পাঁচ বারের সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীকে ঝাড়ু দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা।শনিবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য বহরমপুর থেকে গাড়িতে চড়ে রানিনগর থানার হেরামপুরে যাচ্ছিলেন অধীর চৌধুরী।কিন্তু এত কিছুর পরেও অধীরবাবুকে উদ্দেশ্য করে ঝাড়ু তুলে দেখানোর ঘটনা ঠেকানো যায়নি। একইসঙ্গে মহিলারা অধীর চৌধুরীকে ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগানও দিতে থাকে। তবে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। এদিকে অধীর চৌধুরীকে ঝাড়ু তুলে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এক সময় যে বহরমপুরে শেষ কথা বলতেন অধীর চৌধুরী সেই শহরে যে ঝাড়ু বিক্ষোভের মুখে পড়তে হবে তা কল্পনাও করতে পারেননি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।সেই সময়ে রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বেশ কয়েক জন মহিলা কর্মী-সমর্থকরা লাঠির ডগায় ঝাড়ু বেঁধে বিক্ষোভ দেখায়।

কিন্তু সে সবের পরোয়া না করে অধীর চৌধুরীর গাড়ি দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। গোটা ঘটনা খেয়ালও করেননি অধীরবাবু। ঘটনার সময়ে তিনি মোবাইলে টেক্সট করতে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলে তাকিয়েও দেখেননি তিনি।এখন প্রশ্ন উঠেছে, বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীর প্রতি ধিক্কার জানানোর আগাম খবর কি পুলিশের কাছে ছিল না? যদি থাকে তাহলে রাস্তার পাশ থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়নি কেন?যদিও রাজ্য পুলিশের এসকর্ট বাহিনী ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী গাড়ি থেকে নেমে ওই মহিলারা যাতে গাড়ির সামনে চলে যেতে না পারে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ করেন।

গুজরাটে দাঁড়িয়ে ফের কমিশনকে আক্রমণ রাহুলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, নিচুতলার নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ায় জোর দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার গুজরাটে জেলা সভাপতিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে রাহুল বলেন, গুজরাট বিজেপির আঁতুড়ঘর।স্থানীয় এক কংগ্রেস নেতা বলেন, রাহুল দেশকে একটি মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করে কর্মীদের জানান, আসলে বিজেপি ও আরএসএস ঠিক করে দিচ্ছে কারা প্রসাদ পাবে আর কারা পাবে না। পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ সেই মন্দিরে এলে তাদের জন্য একরকম প্রসাদ আর শিল্পপতিরা এলে একরকম প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। এই বিভাজন রুখতেই বদলের

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালি জাল-নোট কাণ্ডে নাগপুর থেকে গ্রেফতার মূল পাণ্ডা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্দেশখালি জাল নোট কাণ্ডে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। নাগপুর থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত অভিষেক তিওয়ারি। ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হচ্ছে সন্দেশখালিতে। ধৃত অভিষেক তিওয়ারি কলকাতার গলফগ্রিনের বাসিন্দা। দিল্লিতেও বাড়ি রয়েছে ধৃত অভিষেক তিওয়ারির, পুলিশ সূত্রে খবর।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিষেক এর আগে কলকাতায় ভুয়ো বিনিয়োগের নাম করে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলে। কলকাতা পুলিশ গ্রেফতারও করে তাকে। পরে জামিন পায় অভিষেক। তারপর ফের যুক্ত হয় প্রতারণা চক্রে। আর কে কে এই জাল নোট চক্রের সঙ্গে যুক্ত তা জানার চেষ্টা চলছে। তিস্তা সেনের বিরুদ্ধেও লালবাজার সাইবার ক্রাইমে এর আগে

প্রতারণার অভিযোগ ছিল বলে খবর সূত্র মারফত। তিস্তাও গ্রেফতার হয়েছিল। পরে জামিন পায়। পুলিশ সূত্রে খবর জাল নোট চক্রের যে চারজনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গত ১৮ জুলাই সন্দেশখালি থেকে ৯ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় প্রথমে ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। সেই মহিলাকে জেরা করে এই অভিষেকের খোঁজ মিলেছে। নাগপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জাল নোট চক্রের অন্যতম মূল পাণ্ডা অভিষেক তিওয়ারিকে। ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হচ্ছে সন্দেশখালিতে। দ্রুত পেশ করা হবে বসিরহাট মহকুমা আদালতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা জাল নোট চক্রের অন্যতম মূল পাণ্ডা এই অভিষেক। রাজ্য এবং দেশ জুড়ে চলে তার চক্র। এদের কাজ ছিল মূলত জাল নোট দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের ভিডিও কল করা। তারপর বলা হত যে, তাদের কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে এবং তারা সহজ কিস্তিতে ঋণ দেবে। কম কিস্তিতে ঋণ পাওয়ার প্রলোভনে প্রতারকদের ফাঁদে পা দিতেন ব্যবসায়ীরা। তারপর প্রসেসিং ফি হিসেবে কারও থেকে ২০ লাখ, কারও থেকে ৩০ লাখ হাতিয়ে নিত প্রতারকরা।

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

স্বাধীনতা দিবসের আগেই নাশকতার ছক!

বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে লিখেছেন, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়ে অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশ অভিযান চালায়। সেই অভিযানেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, নগদ উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচজনকে। যদিও রাজ্যের ঠিক কোন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কর্মসূচি রুখতে কড়া প্রস্তুতি পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নবান্ন অভিযানে অনুমতি দেয়নি হাওড়া সিটি পুলিশ । কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই অভিযান কর্মসূচি হবে বলেই জানিয়েছে তারা। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়ার সিপি জানালেন, ২৮ জুলাই কোনও জমায়েত বা মিছিল করার চেষ্টা হয়, তবে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো হুংকার দিয়েছেন, যে কথায় কথায় নবান্ন অভিযান কেন? পুলিশ সরকারের হয়ে কাজ করে, আমাদেরকে দমানোর জন্য এখন দাবি করছে মঙ্গলাহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের এই নবান্ন অভিযানের জন্য ক্ষতি হবে।' কিন্তু আমরা কারও ব্যবসার বা কাউকে বিপদে ফেলার জন্য এই অভিযান করছি না।

তাঁরা আরও বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবির ভিত্তিতে এই অভিযানের ডাক দিয়েছি। এমনকি হাইকোর্ট থেকেও আমাদের মিছিলের অনুমতি দিয়েছে।'

জানা গিয়েছে, দুপুর ১২টায় হাওড়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ড জমায়েতে হবে। সেখান থেকে ফরশোর রোড, কাজিপাড়া হয়ে নবান্ন অভিযান হবে। এই কর্মসূচিতে কমপক্ষে ১০ হাজার লোকের জমায়েত হওয়ার কথা রয়েছে।হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গত ১২

জুলাই 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ', 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিহারা', 'চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিজীবী' সংগঠনের পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযানের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদন খতিয়ে দেখে অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ।

সিপি আরও জানান, আন্দোলনকারীদের ইতিমধ্যেই (১৫ জুলাই) চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও যদি ২৮ জুলাই কোনও জমায়েত বা মিছিল করার চেষ্টা হয়, তবে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

সূত্রে খবর, আন্দোলনকারীদের মিছিল আটকাতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট মোড়ে ফোরশোর রোডে লোহার ব্যারিকেড বসানোর কাজ চলছে। রাস্তায় গর্ত করে গজাল পুঁতে ব্যারিকেড শক্ত করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও জায়গায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য ছিল, হাটের দিনে বারবার নবান্ন অভিযান কর্মসূচি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, হাটের চত্বরে কোনও জমায়েত করা যাবে না এবং পুলিশকে প্রয়োজনে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির (সেন্ট্রাল) সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাহা বলেন, 'পরপর দু'বার হাটের দিনে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। এবার প্রশাসনই আমাদের দোকান না খোলার অনুরোধ করে। তাই বাধ্য হয়েই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হই। আদালতের রায়ে আমরা খুশি। আশা করি, হাটের স্বাভাবিক কাজকর্ম আর বাধা পাবে না।'

অন্যদিকে, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'এই রাজ্যে প্রায় ৬ লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে। রাজ্য সরকার ওবিসি ইস্যুর মতো একাধিক অজুহাত দেখাচ্ছে। এমনকি দুর্নীতির দায়ে অনেকে চাকরি হারিয়ে আজ রাস্তায়।'

(২ পাতার পর)

গুজরাটে দাঁড়িয়ে ফের কমিশনকে আক্রমণ রাহুলের

প্রয়োজন।২০২৭-এ রাজ্যের নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করতে নিচুতলা থেকে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। একই সঙ্গে, নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন সোনিয়া-তনয়।

সংসদে দাঁড়িয়ে গুজরাটে বিজেপিকে হারাতে ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে বলে কার্যত গেরুয়া শিবিরের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন রাহুল। আবার সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহর রাজ্যে গিয়ে দলের অভ্যন্তরে 'বিজেপির হয়ে কাজ করা' নেতাদের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দেন তিনি। জানান, "এই রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা তলায় তলায় বিজেপির হয়ে কাজ করেন। দলে তাঁদের প্রয়োজন নেই।" তাই প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার ইঙ্গিত দিয়ে আসেন। সেইমতো সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি থেকে নিচুতলা পর্যন্ত নেতৃত্বে বদল আনে কংগ্রেস। দলের 'দলের সংগঠন সৃজন অভিযান'-এ যোগ দিয়ে রাহুল জেলা সভাপতিদের আশ্বস্ত করে বলেন, "এতদিন কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা সভাপতিদের গুরুত্ব দিত না। এবার থেকে উল্টোপথে হাঁটবে দল। জেলা সভাপতিদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।"

মোদি-শাহর রাজ্যে কেন বিজেপিকে পরাজিত করার প্রয়োজন সেই ব্যাখ্যাও দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি জানান, দেশের মধ্যে গুজরাটে নির্বাচন কমিশন সবচেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। তাই কংগ্রেস এখানে পরাজিত হচ্ছে। তবুও সবাইকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে। কারণ, গুজরাট হচ্ছে বিজেপি ও আরএসএসএর শক্ত ঘাঁটি। এখানে আঘাত আনতে হবে। তবেই অন্য রাজ্যে বিজেপি দুর্বল হবে। ক্রিকেটীয় ভাষায় রাহুল জানান, "একজন ব্যাটার বারবার যদি আউট হতে থাকেন তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন এমন হচ্ছে। আসলে পক্ষপাতদুষ্ট 'আম্পায়ার' থাকলেই এমনটা হওয়া সম্ভব। এখানেও তাই হচ্ছে।"

সম্পাদকীয়

জাতীয় সমবায় নীতি

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে আজ জাতীয় সমবায় নীতি, ২০২৫ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৃষাণ পাল গুর্জর, শ্রী মুরলীধর মোহোল, সমবায় সচিব ডঃ আশিষ কুমার ভুতানি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নতুন সমবায় নীতির ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুরেশ প্রভু অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী শাহ বলেন, শ্রী সুরেশ প্রভুর উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের কমিটি এক সর্বাত্মক সমবায় নীতি উপহার দিয়েছে। বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দেশের সমবায় ক্ষেত্রে তা আগামীদিনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত পথেই 'সহকার সে সমৃদ্ধি' অর্থাৎ, সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ করবে এই নতুন নীতি। ২০২৭-এর মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দায়ভার রয়েছে ভারতের।

শ্রী শাহ বলেন যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমবায় মন্ত্রক গঠন করেছেন। তিনি বলেন, বিগত চার বছরে সমবায় ক্ষেত্র কর্পোরেট ক্ষেত্রের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ২৪ ঘন্টার জন্য সহায়তা করবে। তবে তাদের নিজেদেরকেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, পর্যটন, ট্যাক্সি পরিষেবা, বিমা এবং পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানির ক্ষেত্রে সমবায় মন্ত্রক এক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। ট্যাক্সি এবং বিমা ক্ষেত্রে কিছুদিনের মধ্যেই এক উল্লেখযোগ্য সূচনা হতে চলেছে।

তিনি বলেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্ততপক্ষে একটি সমবায় সংস্থা থাকবে তা প্রাথমিক কৃষি ঋণ সোসাইটি, দুগ্ধ সমবায়, মৎস্য সমবায় প্রভৃতি যে কোনো কিছু হতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছতার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিটেরই সশক্তিকরণ করা হবে। শ্রী শাহ বলেন, গান্ধীনগরে প্রথম নাবার্ডের উদ্যোগে মডেল সমবায় গ্রাম উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি তহশিলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক মারফৎ পাঁচটি মডেল সমবায় গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হবে। মহিলাদেরকে দ্বিতীয় দুগ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে এই উদ্যোগে সামিল করা হবে।

কম্পিউটার ব্যবস্থার ব্যবহার পরিচালনগত পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং স্বচ্ছতা ও দক্ষতারও প্রসার ঘটাবে বলে মন্ত্রী জানান। গ্রামীণ ও কৃষি পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সমবায় নীতি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়কে নিয়ে এক নির্ভরযোগ্য সুসংহত প্রয়াস।

ভালো কাজ করা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো একইভাবে আদৃত হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারগত কোনো বৈষম্য যাতে না থাকে তা সুনিশ্চিত করা হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ পেতে জাতীয় সমবায় রপ্তানি লিমিটেড গড়ে তোলা হয়েছে। সমবায়গুলির মধ্যে সহযোগিতা নীতিকে সামনে রেখে পরিবেশগত সুস্থায়িত্ব এবং অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, এ বছরের শেষ নাগাদই সরকার 'সহকার ট্যাক্সি উদ্যোগ'-এর সূচনা করবে যাতে চালকদের কাছে সামগ্রিক মুনাফার অংশ সরাসরি পৌঁছয়। তিনি বলেন, সমবায়ের আন্তর্জাতিক বর্ষ উপলক্ষে ভারত নিজের লক্ষ্যপথকে সামনে রেখেছে এবং তৃণমূলস্তরে তার রূপায়ণকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় বলেন, রপ্তানি, বীজ উৎপাদন এবং অর্গ্যানিক পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনের স্বার্থে তিনটি মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, দুগ্ধ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় আগামীদিনে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা দেবে। আরও বেশি সংখ্যাক মহিলা যাতে এই উদ্যোগে সামিল হন, তা নিশ্চিত করা হবে।

শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমবায় মন্ত্রক গড়ে তুলেছেন যার লক্ষ্য হল সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। আগামী ২৫ বছরের জন্য সমবায় ক্ষেত্র যাতে প্রাসঙ্গিক থাকে তা নিশ্চিত করাই সমবায় নীতির উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

আমি বিশ্বাস করি, ভরসা করি ,সে কথাই তুলে ধরি এই লেখার মাধ্যমে। এটা সবকিছু নিজের অনুভূতি বা উপলব্ধি ছাড়াই দিকদর্শন করাটাই মানুষের পক্ষে অসম্ভব ।মানুষের অসাধ্য সাধনায় পৃথিবীর সবকিছুই সম্ভব। তাই সমস্ত জীবকুলের বিশ্বজুড়ে মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ।আর সেই কারণেই একটি প্রবাদ বাক্য আজও চিরন্তন সত্যের মতো কাজ করে চলেছে, যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ ।আর এই অত্যাচারীরা রাবনরা আমাকে ছোট থেকে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাঙালি এবং বাংলাদেশির কিভাবে চিহ্নিত করণ হবে

সুবল সরদার

সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএএ পাশ হওয়ার পর বাংলায় উত্তপ্ত, অসহিষ্ণু আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল । কখনো 'ক্যা ক্যা - ছ্যা ছ্যা'শুনতে হয়েছিল ,কখনোবা অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প দেখানো হয়েছিল মুসলমানদেরকে। মুসলমানরা বিজেপির ভয়ে জুজু হয়ে একচেটিয়া তৃণমূলে ভোট দিয়েছিলো । আগামী ২৬ শে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আবহাওয়া এখন থেকে বেশ উত্তপ্ত হচ্ছে সেই একই ইস্যু নিয়ে। তবে এখানে একটু ভিন্ন সুর আছে। সেবারে ছিল শুধু মুসলিমরা ,এবারে হিন্দু, মুসলিম দুই জাতি আছে। অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে গুজরাট, অসম,বিহার, উড়িষ্যায় বাঙালিদেরকে নাকি ধরা হচ্ছে বাংলাদেশি ভেবে। তাদেরকে বাংলাদেশি ধরে নিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থা করা হচ্ছে এমন প্রচার করছে তৃণমূল । বাংলা এবং বাংলাদেশের একই ভাষা বাংলা। সেক্ষেত্রে কে বাঙালি আর কে বাংলাদেশি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। বাঙালি কারা? যারা বাংলায় বাস করে, বাংলায় কথা বলে তারা বাঙালি বলে আমরা জানি। কিন্তু যারা বাংলায় বাস করে না কিন্তু বাংলায় কথা বলে তারা কারা? আবার যারা বাংলায় বাস করে কিন্তু, বাংলায় কথা বলে না তারা? পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশ বাংলায় কথা বলে।

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু আদি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কালীর সংযোগ কেমন? এ প্রসঙ্গে হরিপদ চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ চিত্তাকর্ষকভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের চীনা অনুবাদে দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধ যখন বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যানরত,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

বাঙালি এবং বাংলাদেশির কিভাবে চিহ্নিত করণ হবে

তাই বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয় বইকি ।

সিএএতে কি বলা হয়েছে যেসমস্ত হিন্দু নির্যাতনের কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে চলে আসছে ভারতে ,সরকার তাদেরকে এদেশে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেবে কিন্তু অহিন্দু অর্থাৎ যারা মুসলিম প্রতিবেশী দেশ থেকে এদেশে আসছে তাদেরকে সেই দেশে ফিরে যেতে হবে । অর্থাৎ সহজ কথায় যারা আমাদের দেশের নাগরিক নয় এমন মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে ফেরানো হবে ,সে রোহিঙ্গা হতে পারে কিংবা বাংলাদেশি মুসলমানও হতে পারে। এ নিয়ে আমাদের দেশের নাগরিকদের ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না । যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি পশ্চিম বঙ্গে তারা কেন বাংলাদেশে যাবে? যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি বাংলাদেশে, যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে এদেশে এসেছে সংশোধিত নতুন আইন অনুযায়ী তাদেরকে সেদেশে ফিরে যেতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও নাগরিকত্ব আইন আছে এবং সংশোধনীর পর সেই আইন এবার বেশি করে কার্যকরি করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে রিলিজিয়ন স্টেট তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ। তারা মনে করে তাদের রিলিজিয়ন ডোমেইন ভালো থাকবে এমন ভাবনা থেকে ভারত থেকে পৃথক হয়। কি এমন কারণে সেই রিলিজিয়ন ডোমেইন থেকে ছুটে আসছে ভারতে ? সেখানে কি সুখ মিলছে না? ধর্ম তাদের অন্ন দিতে পারছে না? কেউ তাদের সুখী ,সুন্দর জীবন দান করতে পারে না,আল্লাহ নয়,যতো দিন না তাদের বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হচ্ছে । তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন 'যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাস থাকবে ' । আমাদের রাজ্যের যতো মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই বাংলাদেশী এবং ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে। নাগরিকত্ব আইন ছিল এবং সেই আইন বলে তাঁরা এদেশের নাগরিক হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ ভাগ হয়ে ছিল। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে সেদেশে তাঁদের স্থান হয় নি। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ থেকে তাড়া খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে ছিলেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত নির্বাচনে তিনি মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্প দেখিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছিলেন। এবার তিনি বাঙালিদের খেপিয়ে তুলেছেন এ বঙ্গের বাঙালিরা নাকি ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থা হচ্ছে, ভাষা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। মুসলমানরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দুধের গাই হয়ে উঠেছে। হিন্দু বাঙালিরা কি সেই ফাঁদে পা দিয়ে চটি চাটা হয়ে উঠবে?

খুব স্বাভাবিক ভাবে বাঙালি আর বাংলাদেশের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক নাগরিকেরও দায়িত্ব আছে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অহিন্দুদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। মনে রাখতে হবে আমরা প্রত্যেকে দেশের নাগরিক এবং পাহারাদার দুই ই।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

শুরু হতে চলেছে ভাষা আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বোলপুর: বাংলা ভাষার ওপরে আক্রমণের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩ দিনের সফরে রবিবারই বীরভূম যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই শুরু করবেন ভাষা আন্দোলন।জানা গিয়েছে, সোম ও মঙ্গলবার ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার দুপুরে গীতাঞ্জলী প্রেক্ষাগৃহে হাজির থাকবেন তিনি। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। সেখানেই বিভিন্ন প্রকল্পরে বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন। বিকেলেই যোগ দেবেন ভাষা আন্দোলনে। ট্যুরিস্ট লজ মোড় থেকে জামবনি মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল হবে। সেখানে জামবনি মোড়ে রবি ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। সেখানেই একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই বক্তব্য রাখাবেন তিনি।বাংলাতে কথা বললেই দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি ট্যাগ শুধু তাই নয়, আটকে রেখে হেনস্থাও করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেও বাঙালিদের ওপর হেনস্তা হয়েছে। রবিবার থেকেই শুরু হতে চলেছে ভাষা আন্দোলন। সপ্তাহের প্রত্যেক শনি ও রবিবার বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বঙ্গভাষীদের সুরক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামবে তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, এই ভাষা আন্দোলনে প্রতি শনি ও রবিবার বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মিটিং-মিছিল করবেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বঙ্গভাষীদের সুরক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামবেন তাঁরা। রবিবার (২৭ জুলাই) বীরভূমে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখআন থেকেই শুরু করবেন ভাষা আন্দোলন। জানা গিয়েছে, সোমবার (২৮ জুলাই) বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা ভাষার ওপরে যে অন্যায় হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূচনা করবেন রবি ঠাকুরের বোলপুর থেকেই।

ডিআর কঙ্গোর গির্জায় আইএস সমর্থিত বিদ্রোহীদের হামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হিংসার আগুন নিভছে না আফ্রিকার দেশ ডিআর কঙ্গোয়। এবার দেশটির পূর্বাঞ্চলে এক গির্জায় নৃশংস হামলা চালাল ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের সমর্থক বিদ্রোহী দল এডিএফ। তাদের হামলায় অন্তত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার শেষরাতে কোমান্ডা শহরের ইতুরি প্রদেশে এই হামলা চালানো হয়।উল্লেখ্য, ডিআর কঙ্গোতে এই ধরনের নৃশংস হামলা এই প্রথমবার নয়। চলতি মাসের শুরুতে, এই হামলাকারী দলটি ইতুরিতে কয়েক ডজন মানুষকে হত্যা করে। সেই ঘটনায় মুখ খুলেছিল খোদ রাষ্ট্রসংঘ। ওই হামলাকে 'রক্তাক্ত সংঘর্ষ' বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রসংঘের এক মুখপাত্র। ইসলামিক স্টেট মতাদর্শে বিশ্বাসী ADF হল উগান্ডা এবং কঙ্গোর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। যারা বারবার ওই অঞ্চলের অমুসলিমদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। ১৯৯০ এর দশকে উগান্ডাতে এই সংগঠন গঠিত হয়। ২০০২ সালে উগান্ডা সেনার তাড়া খেয়ে এরা উগান্ডা ও কঙ্গোর সীমান্তে গাড়ে। সেখান থেকেই চালাতে থাকে নরসংহার। ২০১৯ সালে নিজেদের ইসলামিক স্টেটের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে এই বিদ্রোহী দলটি। এদের উদ্দেশ্য পূর্ব আফ্রিকার এই দেশে ADF-এর নেতৃত্ব ইসলামিক সরকার গঠন।এলোপাথাড়ি গুলির পাশাপাশি অসংখ্য বাড়ি ও দোকানে আগুন জ্বালায় আততায়ীরা। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই অঞ্চলে মানবাধিকারের পক্ষে আন্দোলনকারী নেতা ক্রিস্টোফে মুনিয়ান্দেরু বলেন, 'আততায়ীদের হামলার লক্ষ্য ছিলেন শুধুমাত্র খ্রিস্টানরা। যারা শনিবার রাতে ওই ক্যাথেলিক গির্জায় ছিলেন।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যম রেডিও ওকাপি জানিয়েছে, 'এই হামলার জেরে অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে অন্তত ২০ জনকে ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন করা হয়। বাকিদের জীবন্ত পুড়িয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' ইতুরিতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জুলস এনগোঙ্গো বলেন, "রবিবার সকালে এই হামলার কথা জানতে পারি আমরা। আততায়ীরা মূলত ধারালো অস্ত্র হাতে সাধারণ মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করে। এছাড়া বহু দোকান ও বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে।"

(২ পাতার পর)

সন্দেশখালি জাল-নোট কাণ্ডে নাগপুর থেকে গ্রেফতার মূল পাণ্ডা

আসানসোলের এক ব্যবসায়ীর গোপন জবানবন্দি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালতে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর থেকে ২২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনায় এর আগে যে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন তিস্তা সেন। এই মহিলাই মূলত ব্যবসায়ীদের ঋণের ফাঁদে ফেলার কাজ করতেন বলে অভিযোগ। আসানসোলের ওই ব্যবসায়ী যে অভিযোগ করেছেন সেখানেও নাম রয়েছে এই মহিলার। পুলিশ সূত্রে খবর, এই তিস্তা সেনকে জেরা করেই হদিশ মেলে অভিষেক তিওয়ারির। পরশু থেকে সন্দেশখালির পুলিশ অভিষেককে খুঁজছিল। অবশেষে গতকাল রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে নাগপুর থেকে।

ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি

নতুন দিল্লি, ২৭ জুলাই ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। শ্রী মোদী বলেছেন যে, ডঃ এপিজে আব্দুল কালামকে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক দূরদর্শী, অসামান্য বিজ্ঞানী, পরামর্শদাতা এবং একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে স্মরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে-র পোস্টে বলেছেন:

"তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের প্রিয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তাঁকে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক দূরদর্শী, অসামান্য বিজ্ঞানী, পরামর্শদাতা এবং একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে স্মরণ করা হয়। আমাদের জাতির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অনুকরণীয়। তাঁর চিন্তাভাবনা ভারতের যুবসমাজকে একটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারত গঠনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে।"

প্রধানমন্ত্রী সিআরপিএফ কর্মীদের তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ২৭ জুলাই ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সকল সিআরপিএফ কর্মীদের সিআরপিএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেছেন, "সিআরপিএফ কর্মীরা সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তাদের কর্তব্য, সাহস এবং অবিচল প্রতিশ্রুতির চিহ্ন রেখে গেছেন"।

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"সকল সিআরপিএফ কর্মীদের জানাই প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। এই বাহিনী আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত নানা চ্যালেঞ্জিং সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিআরপিএফ কর্মীরা সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁদের কর্তব্য, সাহস এবং অবিচল দায়বদ্ধতার জন্য জনমানসে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যাচ্ছেন। নানা মানবিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান প্রশংসনীয়।"

সিনেমার খবর

আসছে 'বজরঙ্গি ভাইজান ২'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের ক্যারিয়ারে অন্যতম স্মরণীয় সিনেমা 'বজরঙ্গি ভাইজান'। ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই মানবিক ও আবেগঘন ছবিটি দর্শকদের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। এবার সেই ব্লকবাস্টার ছবির সিক্যুয়াল নির্মাণের সম্ভাবনার কথা জানালেন ছবিটির পরিচালক কবীর খান।

সম্প্রতি ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনোমিক টাইমস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কবীর খান বলেন, তিনি সবসময় তার পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সালমান খানের সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং দুজন মিলে বিভিন্ন গল্প নিয়ে আলোচনা করেন। এরই মধ্যে আলোচনায় এসেছে 'বজরঙ্গি ভাইজান ২'-এর সম্ভাব্য গল্পও।

তবে কবীর খান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার সুবিধা নিতে বা ঘোষণার জন্য সিক্যুয়াল তৈরি করতে চান না। তার ভাষায়, ''আমরা প্রথম ছবির জনপ্রিয়তাকে ভাঙিয়ে কিছু করতে চাই না। 'বজরঙ্গি ভাইজান'-এর আবেগকে সম্মান জানিয়ে তবেই দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণ করব। তাই সঠিক গল্প পাওয়াটাই এখন মুখ্য।''

পরিচালক আরও বলেন, তার পুরো পরিচালনা ক্যারিয়ারে তিনি কখনও কোনো সিনেমার সিক্যুয়াল বানাননি। কিন্তু 'বজরঙ্গি ভাইজান ২' নিয়ে তিনি উৎসাহী। তিনি এটিকে কেবল বক্স অফিস সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং মূল ছবির উত্তরাধিকার ধরে রাখার চেষ্টার অংশ হিসেবেই বিবেচনা করছেন।

এছাড়া সালমান খানের ফের থাকাটাও সম্ভব বলে জানিয়েছেন কবীর খান। তবে তিনি মনে করেন, সিনেমার গল্পই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নায়ককে সামনে রেখে নয়, বরং শক্তিশালী গল্প দিয়েই সিনেমা তৈরি হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের 'বজরঙ্গি ভাইজান' সিনেমায় এক বোবা পাকিস্তানি শিশুকে তার দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার মানবিক গল্প দেখানো হয়, যেখানে সালমান খান অভিনয় করেন এক উদার হৃদয়ের ভারতীয় তরুণের চরিত্রে। সিনেমাটি মুক্তির পর দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায় এবং দুই দেশের মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

কবে বিয়ে করছেন সেলেনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংগীত প্রযোজক ও গীতিকার বেনি ব্ল্যাঙ্কো আর গায়িকা-অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজের প্রেম এখন কোনো গোপন বিষয় নয়। সম্পর্কের কথা নিজেরাই জানিয়েছেন তারা।

কিছুদিন আগে এক পডকাস্টে বিয়ের পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেছেন এই প্রেমিক যুগল। এবার জানা গেল তাদের বিয়ের খবর। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, তাদের বিয়ের পরিকল্পনাও পাকা। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এর মধ্যে অতিথিদের বিয়ের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে।

ডেইলি মেইল আরো জানিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বরে সেলেনা ও বেনি ব্ল্যাঙ্কো বিয়ে করতে চলেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেসিটোর একটি ভেন্যুতে দুই দিনব্যাপী চলবে বিয়ের আয়োজন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের জুনে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান সেলেনা গোমেজ ও বেনি ব্ল্যাঙ্কো। একই বছরের ডিসেম্বরে নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। এক বছরের মাথায় গত বছরের ডিসেম্বরে বাগ্‌দান সারেন তারা। ওই সময় সেলেনা জানিয়েছিলেন, ব্ল্যাঙ্কোর সঙ্গে সব সময় নিরাপদ বোধ করেন তিনি। তাই সারাজীবন একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর আগে একসঙ্গে দুজন বেশ কিছু কাজও করেছেন। সেলেনার 'কিল এম উইদ কাইন্ডনেস' গানের প্রযোজক ছিলেন ব্ল্যাঙ্কো, গানটি প্রকাশ পেয়েছিল ২০১৫ সালে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত সেলেনার আরেকটি গান 'ট্রাস্ট নোবডি' যৌথভাবে লিখেছিলেন ব্ল্যাঙ্কো, প্রযোজনাও করেছিলেন তিনি।

এ ছাড়া ব্ল্যাঙ্কোর 'আই কান্ট গেট এনাফ' গানে সহশিল্পী ছিলেন সেলেনা। গানটির ভিডিওতে মডেল হিসেবেও দেখা গেছে তাকে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সেলেনা ও ব্ল্যাঙ্কোর পরিবারের সদস্য ও ইন্ডাস্ট্রির কাছের বন্ধুরা। তালিকায় রয়েছে টেইলর সুইফট ও তার প্রেমিক ট্রাভিস কেলসি, 'অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং' সিনেমার কলাকুশলী, ব্ল্যাঙ্কোর সহকর্মীসহ অনেকে। যেহেতু দুই দিনের অনুষ্ঠান, তাই রাত্রিযাপনের জন্য ব্যাগপত্র নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে অতিথিদের।

ফিটনেস ঠিক রাখতে কী খান কারিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কারিনা কাপুর খানের দীর্ঘদিনের ফিটনেস রহস্য উন্মোচন হয়েছে। তার ব্যক্তিগত পুষ্টিবিদ ঋজুতা দিওয়েকার সম্প্রতি ফাঁস করেছেন, প্রায় ১৮ বছর ধরে কারিনা প্রতিদিন রাতে খিচুড়ি আর ঘি খেয়ে আসছেন! দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রুপালি পর্দায় দাপিয়ে বেড়ালেও, গর্ভাবস্থায় ফটোশুট থেকে শুরু করে সন্তান জন্মের পরপরই শুটিং ফ্লোরে ফেরা-সবকিছুতেই নতুন মানদণ্ড স্থাপন করা এই অভিনেত্রীর বয়স যেন থমকে আছে।

পুষ্টিবিদ ঋজুতা দিওয়েকারের ভাষ্যমতে, খাবারের প্রতি কারিনার তীব্র ভালোবাসা থাকলেও তিনি নিজের ডায়েট নিয়ে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। তিনি সপ্তাহে পাঁচ দিন একটি নির্দিষ্ট মেন্যু কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। অবাক করার বিষয় হলো, 'তাশান' সিনেমার সময় থেকে অর্থাৎ প্রায় ১৮ বছর ধরে তিনি তার রাতের খাবারে কোনো পরিবর্তন আনেননি। প্রতিদিন রাতে তার পাতে থাকে খিচুড়ি এবং ঘি।

ঋজুতা আরো জানান, কারিনা গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে একই ধরনের খাবারের রুটিন মেনে চলছেন। দিনের শুরুতে তিনি এক মুঠো বাদাম, কিশমিশ বা শুকনো ডুমুর খান। এরপর সকালের নাশতা সারেন পোহা বা পরোটা দিয়ে। দুপুরের খাবারে তার পছন্দ ডাল-ভাত অথবা চিজ টোস্ট। বিকেলের নাশতায় থাকে আম বা আমের মিল্কশেক। আর রাতের খাবারে থাকে খিচুড়ি বা পোলাও, সব সময় ঘি মিশিয়ে।

জানা যায়, কারিনা কখনোই রেস্তোরাঁর খাবার পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন না। চাইনিজ খাবার তার পছন্দের তালিকায় আছে, আর মিষ্টি বা ঘি খাওয়াও তিনি বন্ধ করেননি। ঋজুতার মতে, মিষ্টি ও ঘি পরিমিত পরিমাণে শরীরকে শুদ্ধ রাখে। এমনকি তৈমুরের জন্মের পর ঋজুতা নিজেই কারিনাকে ঘি খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারিনার পছন্দের তালিকায় চকোলেট পেস্ট্রিও রয়েছে।

এই অভিনেত্রী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সবকিছুই খাওয়া যায় যদি তা সঠিক পরিমাণে হয়। তার ফিটনেস মন্ত্র হলো, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং অনুশাসিত রুটিনই তাকে বছরের পর বছর ধরে ফিট এবং সতেজ রাখছে।

তবে ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রতিবেদন অনুযায়ী, কারিনা সপ্তাহে পাঁচ দিন পর্যন্ত খিচুড়ি খান, বিশেষ করে যখন তিনি বাড়িতে থাকেন। শুটিং সেটে থাকলে তিনি ডাল-ভাত পছন্দ করেন, আর বাড়িতে থাকলে রুটি ও সবজি খেতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

ব্র্যাডম্যান-গাভাস্কারের পাশে গিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট ক্রিকেটে যেন নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছেন শুবমান গিল। ভারতের তরুণ অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে ধারাবাহিক দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা কয়েকজন কিংবদন্তির কাতারে।

ম্যানচেস্টার টেস্টে আজ (শনিবার) দুর্দান্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন গিল, চলতি সিরিজে তার চতুর্থ শতক। এ সেঞ্চুরির মাধ্যমে অধিনায়ক হিসেবে এক টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় যুক্ত হল তার নাম। এই কীর্তি এর আগে গড়েছেন মাত্র দুজন: অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি স্যার ডন ব্র্যাডম্যান এবং ভারতের সুনীল গাভাস্কার।

ব্র্যাডম্যান ১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে ভারতের বিপক্ষে ৪টি সেঞ্চুরি করেছিলেন ঘরের মাঠে। গাভাস্কারও একই কীর্তি গড়েন ১৯৭৮-৭৯ মৌসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। এবার তাদেরই তালিকায় নাম লিখালেন ২৫ বছর বয়সী গিল, তবে বিদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

এ সিরিজে এখনো এক টেস্ট বাকি। ফলে গিলের সামনে সুযোগ থাকছে এককভাবে রেকর্ডটি নিজের করে নেওয়ার।

অধিনায়ক হিসেবে এক সিরিজে ৭০০ প্লাস রান করার বিরল কীর্তিতেও জায়গা করে নিয়েছেন গিল। এই তালিকায় আগে ছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান (২ বার), স্যার গ্যারফিল্ড সোবার্স, গ্রেগ চ্যাপেল, সুনীল গাভাস্কার, ডেভিড গাওয়ার, গ্রাহাম গুচ ও গ্রায়েম স্মিথ। গিলের বর্তমান রান ৭২২।

বার্সেলোনার নতুন ১০ নম্বর ইয়ামাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জার্সি হিসেবে বিবেচিত ১০ নম্বর এখন লামিন ইয়ামালের হাতে। কিংবদন্তি লিওনেল মেসির স্মৃতিবিজড়িত এই জার্সি আনুষ্ঠানিকভাবে পেয়েছেন স্প্যানিশ কিশোর তারকা।

বুধবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বার্সেলোনা ক্লাব ইয়ামালের নতুন ১০ নম্বর জার্সি উন্মোচন করে। এই অনুষ্ঠানেই উদযাপন করা হয় ইয়ামালের সঙ্গে ২০৩১ সাল পর্যন্ত নবায়ন করা চুক্তির বিষয়টিও।

১৮ বছর পূর্ণ করার কয়েক দিনের মধ্যেই ইয়ামালের জন্য এটি যেন আরেকটি বড় অর্জন। এর আগে মেসির বিদায়ের পর ২০২১ সালে এই জার্সি পড়েছিলেন আনসু ফাতি। তবে একাধিক ইনজুরির কারণে নিজের জায়গা ধরে রাখতে না পারায় সাম্প্রতিক সময়ে জার্সিটি হয়ে পড়েছিল অনির্ধারিত। চলতি মাসের শুরুতেই ফাতি মৌসুমব্যাপী লোনে যোগ দিয়েছেন ফরাসি ক্লাব এএস মোনাকোতে।

ইয়ামাল নিজের অনুভূতি জানিয়ে বলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখতাম বার্সেলোনার হয়ে খেলার, আর সেই সঙ্গে ১০ নম্বর জার্সি গায়ে তোলার। বার্সেলোনায় জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুর কাছেই এটি এক স্বপ্ন। মেসি তার পথ তৈরি করেছেন, আর আমি তৈরি করব আমার পথ।'

বার্সার হয়ে ইতোমধ্যে ১০৬টি ম্যাচ খেলে ২৫টি গোল করেছেন ইয়ামাল। তার নামের পাশে যোগ হয়েছে দুটি লা লিগা, একটি কোপা দেল রে এবং একটি স্প্যানিশ সুপার কাপ। বার্সেলোনা ও স্পেন জাতীয় দলের হয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভবিষ্যৎ তারকা হিসেবে।

১০ নম্বর জার্সি পাওয়ার মধ্য দিয়ে ইয়ামাল সেইসব কিংবদন্তির কাতারে পা রাখলেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন মেসি, রোনালদিনহো, রিভালদো, রোমারিও ও দিয়েগো ম্যারাডোনা।

ইউরোপ ছেড়ে মেসির দলে ডি পল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউরোপীয় ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) পা রাখছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি পল। ৩১ বছর বয়সে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ ছাড়ছেন তিনি, যোগ দিচ্ছেন লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামিতে।

দীর্ঘদিন ধরেই ডি পলকে দলে টানার চেষ্টা করছিল ইন্টার মায়ামি। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্যকে নিজেদের দলে নিচ্ছে ফ্লোরিডাভিত্তিক এই ক্লাব। ইএসপিএনের তথ্য অনুযায়ী, আপাতত ধারে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ডি পল। আগামী বছরের জুনে অ্যাতলেটিকোর সঙ্গে তার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তিনি স্থায়ীভাবে মায়ামির হয়ে খেলবেন।

অ্যাতলেটিকো ডি পলের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে না। মূলত তার বয়স এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কারণেই তাকে ছাড়ার পথে হাঁটছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এরই মধ্যে তারা ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় রেখেছে আরেক তরুণ আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার থিয়াগো আলমাদাকে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করেছে আলমাদার সঙ্গে। একইসঙ্গে রিয়াল বেতিস থেকে মার্কিন মিডফিল্ডার

জনি কার্ডোসোকেও দলে ভিড়িয়েছে তারা।

অ্যাতলেটিকোর হয়ে ডি পল খেলেছেন ১৩৪টি ম্যাচ, গোল করেছেন ১১টি। ক্লাবটির মাঝমাঠে তার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে থিয়াগো আলমাদা ও জনি কার্ডোসোর মতো তরুণদের আগমনে নতুন চেহারা পাচ্ছে সিমিওনের দল। ডি পলকে ছেড়ে দিয়ে লাভবান হবে কিনা, তা সময়ই বলে দেবে।

ইন্টার মায়ামির জন্য ডি পল হতে পারেন বড় এক সংযোজন। মেসি, বুসকেটস, জর্দি আলবার মতো অভিজ্ঞদের সঙ্গে তার রসায়ন মাঠে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। শুধু বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থ হিসেবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও মেসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডি পলের আগমন ক্লাবের মাঝমাঠে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছে মায়ামি কর্তৃপক্ষ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR